

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রুকইয়াহ প্রোটোকল

পাইলস থেকে মুক্তির দোয়া

অর্শরোগ ও পাইলসের ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে আরোগ্য লাভের রুকইয়াহ দোয়া



রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

Al Quran Ruqyah Healing Center

সূচিপত্র

- 1 ভূমিকা — কাদের জন্য এই প্রোটোকল
- 2 শুরু করার দোয়া
- 3 পাইলস ও অর্শরোগের যন্ত্রণা থেকে আরোগ্যের আয়াত
- 4 বিশেষ দোয়া — পাইলস থেকে মুক্তির দোয়া
- 5 সমাপ্তির সূরা ও দোয়া
- 6 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন
- 7 সাপ্লিমেন্ট ও সাপ্তাহিক আমল
- 8 দৈনিক আমল

ভূমিকা — কাদের জন্য এই প্রোটোকল

পাইলস বা অর্শরোগ একটি কষ্টদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা, যেখানে ব্যথা, জ্বালাপোড়া ও রক্তক্ষরণ রোগীকে প্রতিনিয়ত কাবু করে রাখে। চিকিৎসার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে শিফা প্রার্থনা করা একজন মুমিনের কর্তব্য — কারণ প্রকৃত আরোগ্যদাতা একমাত্র তিনিই। এই দোয়াটি হযরত আইয়ুব (আ.) ও হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে, যাতে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আরোগ্য চাওয়া যায়। নিয়মিত এই আমল চালিয়ে যান এবং পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ ও চিকিৎসা কখনো বাদ দেবেন না।

যেসব লক্ষণ থাকলে এই প্রোটোকল কাজে আসবে

- ♦ দীর্ঘদিন ধরে পাইলস/অর্শরোগের ব্যথা, জ্বালাপোড়া বা রক্তক্ষরণে ভুগছেন
- ♦ চিকিৎসার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক আরোগ্যের দোয়া খুঁজছেন
- ♦ এই কষ্টের পেছনে জাদু, বদনজর বা জিনের কোনো প্রভাব আছে কিনা নিয়ে দ্বিধায় আছেন
- ♦ প্রতিদিনের আমল হিসেবে আরোগ্যের দোয়া মুখস্থ করে নিয়মিত পড়তে চান

জরুরি নোট: উপরের লক্ষণগুলোর অধিকাংশেরই সাধারণ শারীরিক বা মানসিক কারণ থাকতে পারে। তাই আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা নিন। রুকইয়াহ চিকিৎসার সমান্তরালে চলবে, বিকল্প হিসেবে নয়। কোনো লক্ষণ মিললেই নিশ্চিতভাবে সিহর বা জিনের আসর ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

শুরু করার দোয়া

অযু করে কিবলামুখী হয়ে বসুন। নিয়ত করুন — আল্লাহর কালাম দিয়ে আল্লাহর কাছেই আরোগ্য চাইছি।

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّيِّعُ
الْعَلِيمُ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সাথে আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া পাঠকারীকে কোনো কিছু আকস্মিক ক্ষতি করতে পারে না। (তিরমিযী ৩৩৮৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

পাঠসংখ্যা: ১৯ বার

রুকইয়াহ শুরুর আগে মনোযোগ ও নিয়ত স্থির করে পড়ুন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

(মুসলিম ২৭০৮)

পাইলস ও অর্শরোগের যন্ত্রণা থেকে আরোগ্যের আয়াত

দৃঢ় বিশ্বাস ও ধৈর্যের সাথে পড়ুন। ব্যথার স্থান কল্পনা করে আল্লাহর কাছে আরোগ্য চান।

১

সূরা আল-আশ্বিয়া : ৮৩

﴿ ٨٣ ﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

নিয়ত: হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কষ্ট থেকে আরোগ্য লাভের দোয়ার উসিলায় শিফা প্রার্থনা করা

২

সূরা আশ-শু'আরা : ৮০

﴿ ٨٠ ﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

নিয়ত: হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দৃঢ় বিশ্বাস অনুসরণ করে, আল্লাহই একমাত্র আরোগ্যদাতা — এই বিশ্বাস নিয়ে শিফা কামনা করা

৩

সূরা আল-বাকার : ২০১

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابِ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে-হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং
আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

নিয়ত: দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এবং জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি প্রার্থনা করা

বিশেষ দোয়া — পাইলস থেকে মুক্তির দোয়া

এই দোয়াগুলো এই সমস্যার জন্য নির্দিষ্ট করে সাজানো। আয়াত পাঠ শেষে পড়ুন।

اللَّهُمَّ اخْرِقْ كُلَّ دَاءِ الْبَوَاسِيرِ عَلَى جَسَدِي

হে আল্লাহ! আমার শরীরে থাকা সমস্ত পাইলসের যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি জ্বালিয়ে দিন।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

بِسْمِ اللَّهِ يُبْطَلُ كُلُّ تَسْلُطٍ عَلَى جَسَدِي

আল্লাহর নামে — আমার শরীরে সমস্ত আধিপত্য বাতিল করা হলো।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

اللَّهُمَّ بِقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ فَكَّ كُلَّ عُقْدَةٍ عُقِدَتْ عَلَى جَسَدِي

হে আল্লাহ! আপনার শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে আমার শরীরে বাঁধা প্রতিটি গিঁট খুলে দিন।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

اللَّهُمَّ يَا شَافِيَ الْمَرْضَى، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا وَأَجْسَادَنَا.

হে আল্লাহ, হে রোগীদের আরোগ্যদানকারী, হে অসহায়দের ডাকে সাড়া দানকারী, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের অন্তর ও শরীরকে পবিত্র করে দিন।

পাঠসংখ্যা: ১ বার

اللَّهُمَّ اشْفِنَا مِنْ هَذَا الْمَرَضِ الْمُؤَلِمِ فِي أَمَاكِنِنَا السُّفْلَى وَالْبَوَاسِيرِ، وَأَزِلْ عَنَّا كُلَّ

أَلَمٍ وَوَجَعٍ وَحُرْقَةٍ وَنَزِيفٍ.

হে আল্লাহ, আমাদের শরীরের নিচের অংশে পাইলস বা অর্শরোগজনিত এই যন্ত্রণাদায়ক অসুখ থেকে আমাদের আরোগ্য দান করুন এবং সমস্ত ব্যথা, জ্বালাপোড়া ও রক্তক্ষরণ দূর করে দিন।

পাঠসংখ্যা: ৩
বার

উৎসের মূল, পাইলস/অর্শরোগ-নির্দিষ্ট আমল — সরাসরি আক্রান্ত স্থানের নাম উল্লেখ করে আরোগ্য চাওয়া হয়েছে

اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْعُوكَ بِدُعَاءِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَنُؤْمِنُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،

فَاشْفِنَا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْبًا.

হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে হযরত আইয়ুব (আ.)-এর দোয়ার উসিলায় প্রার্থনা করছি এবং হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর কথায় বিশ্বাস রাখছি — অতএব আমাদের এমন আরোগ্য দান করুন, যার পর আর কোনো রোগ অবশিষ্ট না থাকে।

পাঠসংখ্যা:
৩ বার

শেষাংশ 'শিফাউন লা ইউগাদিরু সাক্বামা' হাদীসে বর্ণিত রোগীর জন্য দোয়ার অংশ — কুরআনের আয়াত নয়। উৎসে এই দোয়ার ভেতরেই আইয়ুব (২১:৮৩) ও ইব্রাহিম (২৬:৮০)-এর আয়াত ছবছ উদ্ধৃত ছিল, যা আলাদা কার্ড হিসেবে ওপরে যুক্ত করা হয়েছে

اللَّهُمَّ أَبْطِلْ عَنَّا كُلَّ سِحْرٍ، وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ، وَنَظْرَةٍ سَيِّئَةٍ، وَمَسٍّ مِنَ الْجِنَّ
وَالشَّيَاطِينِ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمَرِضِ وَالْأَلَمِ، وَأَبْعِدْ عَنَّا شَرَّ الْحَاسِدِينَ وَمَكْرَ
الشَّيَاطِينِ، وَاحْفَظْنَا بِحِفْظِكَ التَّامِّ.

হে আল্লাহ, এই রোগ ও ব্যথার সাথে সম্পর্কিত সকল জাদু, হিংসুকের বদনজর, খারাপ দৃষ্টি এবং জিন-শয়তানের
আছর বাতিল করে দিন। হিংসুকদের অনিষ্ট ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে আমাদের দূরে রাখুন এবং আপনার পূর্ণ
হেফাজতে রাখুন।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

সতর্কতামূলক সুরক্ষার দোয়া — উৎস নিশ্চিত না হলেও পড়া যায়, নির্দিষ্ট অভিযোগ নয়

সমাপ্তির সূরা ও দোয়া

প্রতিটি সেশন এভাবে শেষ করুন। শেষে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করুন।

১

সূরা আল-ইখলাস : ১-৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

নিয়ত: তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে হৃদয় দৃঢ় করা

২

সূরা আল-ফালাক : ১-৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا

خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي

الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, গ্রস্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: জাদু, হাসাদ ও রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়

৩

সূরা আন-নাস : ১-৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ

النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي

يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: মানুষ ও জিনের ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয়

أُعِذُّكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

আমি তোমাকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে সোপর্দ করছি — প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর বদনজর থেকে।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

নবীজি ﷺ হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা কে এই দোয়া পড়ে ঝাড়তেন। (বুখারী ৩৩৭১)

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ

يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি — এমন প্রতিটি জিনিস থেকে যা তোমাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক প্রাণ ও হিংসুকের চোখের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

জিবরীল আলাইহিস সালাম নবীজি ﷺ-কে এভাবে রুকইয়াহ করেছিলেন। (মুসলিম ২১৮৬)

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءَ لَا

يُغَادِرُ سَقَمًا

হে আল্লাহ, মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই — এমন আরোগ্য যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

(বুখারী ৫৭৪৩)

📌 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন

ধারাবাহিকতাই মূল কথা। প্রতিদিন অল্প, কিন্তু নিয়মিত।

পদ্ধতি — ধাপে ধাপে

- ১ অয়ু করে কিবলামুখী হয়ে নিরিবিলি বসুন। মোবাইল দূরে রাখুন।
- ২ নিয়ত করুন — আল্লাহর কালাম দিয়ে আল্লাহর কাছে আরোগ্য চাইছি, কালামের নিজের কোনো শক্তি নেই, শক্তি আল্লাহর।

- 3 শুরু দোয়াগুলো পড়ুন (অধ্যায় ১)।
- 4 এরপর আয়াতগুলো ক্রমানুসারে পড়ুন। পড়ার সময় দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সমস্যার জায়গায় হাত বুলান।
- 5 প্রতিটি আয়াতের নিচে দেওয়া নির্দেশনা বক্সে যতবার বলা আছে ততবার পড়ুন — কম-বেশি করার দরকার নেই।
- 6 মাঝে বাংলায় নিজের ভাষায় ১৫ মিনিট মন খুলে দোয়া করুন। কান্না আসলে আটকাবেন না।
- 7 শেষে সমাপ্তির সূরা ও দোয়াগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিন।
- 8 প্রতিদিন কমপক্ষে ৪০ দিন চালিয়ে যান। মাঝে বাদ পড়লে হতাশ না হয়ে আবার শুরু করুন।

দৈনিক সময়সূচি

সকাল	ফজরের পর — আয়াত পাঠ ১৫ মিনিট
সন্ধ্যা	মাগরিবের পর — আয়াত পাঠ ১৫ মিনিট
রাত	ঘুমানোর আগে — সমাপ্তির সূরা ও দোয়া, পড়া পানি পান
সাপ্তাহিক	সপ্তাহে একদিন রুকইয়াহ গোসল

বাংলায় নিজের দোয়া (১৫ মিনিট)

আয়াত পাঠের মাঝে বা শেষে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে চান। নিচেরটি একটি নমুনা — হুবহু এটাই পড়তে হবে এমন নয়, নিজের কথায় বলুন।

হে আল্লাহ, আমার শরীরের এই কষ্টদায়ক স্থান থেকে আপনি আমাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য দান করুন। এই যন্ত্রণা, রক্তক্ষরণ ও জ্বালাপোড়া চিরতরে দূর করে দিন এবং আমাকে এমন শিফা দিন যার পর আর কোনো কষ্ট অবশিষ্ট না থাকে।

পড়া তেল ম্যাসাজের স্থান

পাইলস থেকে মুক্তির দোয়া-এর ক্ষেত্রে ফোকাস: তলপেট, কোমরের নিচের অংশ ও ব্যথার স্থানে হালকাভাবে

সাপ্লিমেন্ট ও সাপ্তাহিক আমল

পড়া পানি	এক বোতল পানিতে রুকইয়াহর আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিন। দিনে ৩ বার — সকালে খালি পেটে, দুপুরে, রাতে ঘুমানোর আগে পান করুন।
পড়া মধু	খাঁটি মধুতে ফুঁ দিয়ে প্রতিদিন সকালে এক চামচ। সূরা নাহল ৬৯ নং আয়াত পড়ে ফুঁ দিলে ভালো।
পড়া অলিভ অয়েল	জয়তুন তেলে আয়াত পড়ে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত জায়গায় ম্যাসাজ করুন। রাতে ঘুমানোর আগে সবচেয়ে ভালো।
কালোজিরা	প্রতিদিন সকালে ৭টি কালোজিরা পড়া মধুর সাথে। নবীজি ﷺ বলেছেন কালোজিরায় মৃত্যু ছাড়া সব রোগের নিরাময় আছে। (বুখারী ৫৬৮৮)
রুকইয়াহ গোসল	বালতি পানিতে আয়াত পড়ে ফুঁ দিন, সাথে সাত পাতা বরই পাতা বাটা মিশিয়ে নিতে পারেন। মাথা থেকে ঢেলে গোসল করুন — সপ্তাহে একদিন।
ঘরে স্প্রে	পড়া পানি স্প্রে বোতলে নিয়ে ঘরের কোণা, দরজা-জানালা, বিছানার নিচে ছিটিয়ে দিন।

দৈনিক আমল

রুকইয়াহর পাশাপাশি এই আমলগুলোই দীর্ঘমেয়াদি হিফাজত দেয়।

ফজরের পর	সূরা ইয়াসীন ১ বার
সকাল-সন্ধ্যা	হিসনুল মুসলিমের সকাল-সন্ধ্যার যিকির নিয়মিত
আসরের পর	সূরা ওয়াকিয়াহ ১ বার
রাতে	সূরা ক্বফ ৩ বার, সূরা মুলক ১ বার
ঘুমানোর আগে	আয়াতুল কুরসী ১ বার, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, তিন কুল ৩ বার করে হাতে ফুঁ দিয়ে সারা শরীরে বুলানো
প্রতিদিন	সাধ্যমতো সাদাকাহ — অল্প হলেও প্রতিদিন। সাদাকাহ বালা দূর করে।
প্রতিদিন	ফরজ নামাজ জামাতে, ইস্তিগফার ১০০ বার, দরুদ ১০০ বার

সেবা ও হাদিয়া:

- মাসিক রুকইয়াহ — ১২টি সেশন + ডায়াগনোসিস। হাদিয়া ৮০০ টাকা।
- সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন — শুধু নিজের জন্য আলাদা গাইডলাইন। হাদিয়া ৩০০ টাকা।

নিজের সমস্যা কী — বদনজর, হাসাদ, সিহর নাকি অন্য কিছু — বুঝতে না পারলে মেসেজে লিখুন **Diagnosis**। নিতে চাইলে মেসেজ করুন।

রুকইয়াহ একটি শরয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিকল্প নয়।

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত ♦ Raqi Faisal Ahmed Sabit

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — Al Quranic Ruqyah Healing Center

Page: Raqi Faisal Ahmed Sabit | Telegram: Raqi Faisal Ahmed Sabit (Official)